এমকেজির
মুখুজ্যে পরিবার

এমকেজি প্রোডাকসন্সের নিবেদন 'মুখুজ্যে পরিবার'

কাহিনী, সংলাপ ও পরিচালনা : অজিত গাঙ্গুলী ॥ চিত্রনাট্য ও প্রযোজনা : সুনীল বসুমল্লিক ॥ সঙ্গীত : মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় চিত্রশিল্পী : দীনেন গুপ্ত ॥ সম্পাদনা : রবীন দাস ॥ গীত-রচনা : শ্যামল গুপ্ত ॥ শব্দযন্ত্রী : সুনীল ঘোষ ॥ বহির্দৃশ্য শব্দগ্রহণ : অবনী চাটার্জী ॥ শিল্পনির্দেশনা : সুনীল সরকার ॥ সহকারী-পরিচালনা : সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়, হরিদাস শেঠ ॥ ব্যবস্থাপনা : প্রবোধ পাল, প্রমোদ চট্টোপাধ্যায় ॥ সহকারী : অনিল দে ॥ সহকারী-চিত্রশিল্পী : সুনীল চক্রবর্তী, বেণু সেন, বৃন্দাবন ॥ সহকারী শব্দযন্ত্রী : মনোরঞ্জন মুখার্জী ॥ বুমম্যান : হরেকৃষ্ণ পাণ্ডা ॥ সহকারী বহির্দৃশ্য গ্রহণ : শঙ্কর গুহ ॥ সহকারী সম্পাদনা : সুনীল ব্যানার্জী ॥ পটশিল্পে : বলরাম চট্টোপাধ্যায়, নবকুমার কয়াল, অনিল পাইন ॥ রূপসজ্জা : নিতাই সরকার, অক্ষয় দাস ॥ কণ্ঠসঙ্গীত : মান্না দে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, নির্মলা মিশ্র, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ সহকারী সঙ্গীত পরিচালনা : শৈলেশ রায় ॥ সঙ্গীতগ্রহণ ও পুনঃশব্দযোজনা : সত্যেন চট্টোপাধ্যায় ॥ সহকারী : বলরাম বারুই ॥ আবহসঙ্গীত : সুর ও শ্রী অর্কেষ্ট্রা ॥ সাজসজ্জা : কানাই দাস, বিষ্টু দাস ॥ আলোক নিয়ন্ত্রণ : নারায়ণ চক্রবর্তী, জগন্নাথ ঘোষ, ধনেশ্বর, অমূল্য, নব, হট, রাম ॥ দৃশ্যপট-নির্মাণ : নারায়ণ মিস্ত্রী, গৌরাঙ্গ, গৌরী, হরি, নিশামনী, রাধা, ধ্রুব, দোলগোবিন্দ, আক্কেল, কেবল ॥ রাধা ফিল্মস্ ষ্টুডিও ও এস, এস, সি, এস (এনটি ২ নং)-এ আর-সি-এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত ॥ ফিল্ম সার্ভিস ল্যাবরেটারী কর্তৃক পরিস্ফুটিত ॥ কৃতজ্ঞতা স্বীকার : এস, সি, বোস (সলিসিটর), অমিতরঞ্জন সরকার (কেয়াতলা), দত্ত এণ্ড কোং ॥ প্রচার পরিচালনা : ফণীন্দ্র পাল ॥ প্রচার শিল্পী : পূর্ণজ্যোতি ॥ স্থিরচিত্র : ক্যাপস্ ও তারা দাস ॥ পরিচয়-লিখন : দিগেন ষ্টুডিও ॥ প্রচার লিখন : সত্য চক্রবর্তী ॥ মুদ্রণ : কিরণ প্রিণ্টার্স, হাওড়া ।

ঃ রূপায়ণে ঃ

জহর গাঙ্গুলী, অনুপকুমার, জীবেন বসু, শৈলেন মুখার্জি, প্রসাদ মুখার্জি, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কমল মিত্র, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, মাষ্টার তপন, ডাঃ হরেণ, গঙ্গাপদ বসু, খগেশ চক্রবর্তী, জহর রায়, অমূল্য সান্যাল, পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য আশীষ মুখার্জী, সুলতা চৌধুরী, লিলি চক্রবর্তী, ছায়া দেবী, অনুভা গুপ্তা, মলিনা দেবী, গীতা দে, পাপড়ি দাস ও কাজল গুপ্ত (অতিথি) ।

—চণ্ডীমাতা ফিল্মস্ পরিবেশিত—

মুখুজ্যে পরিবার

অপমানে আহত হয়ে সংসারের হাল ছেড়ে দিলেন অতীন। সামান্য বেতনের কেরাণী মেজভাই সতীনের স্ত্রীর কথাবার্তায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন বাড়ীর বড়কর্তা। তাঁর কর্তৃত্বের দম্ভে ঘা লেগেছে। ছোটভাই যতীনকে সবাই ভালবাসেন। বি, এ, পাশ করে চাকরী জোগাড়ের চেষ্টায় আছে সে।

এতদিন 'শান্তি-নিবাসের' পৈত্রিক ভিটেয় মুখুজ্যে পরিবারের একান্নবর্তী সংসার সুখে দুঃখে অতিবাহিত হচ্ছিল। সেই সংসারে হঠাৎ ভাঙন ধরল।

বড়-বৌ আর ছোটভায়ের কথা অগ্রাহ্য করে ভিন্ন হওয়ার জন্যে অতীন বদ্ধপরিকর।

উকীল ডেকে বাড়ী আর হাঁড়ী আলাদা করবার ব্যবস্থা করলেন অতীন। তিনতলার উপরতলা অতীনের, দোতলার অধিকারী হলেন সতীন আর নীচেরতলাটি যতীনের ভাগে পড়ল। শুধ্ ছাদ আর সিঁড়ি সবার ব্যবহারের জন্যে রইল।

কিন্তু যতীন হঠাৎ একটি প্রশ্ন তুলে এই ভাগ-বাটোয়ারা প্রায় বানচাল করে দেওয়ার উপক্রম করেছিল। প্রশ্নটি হচ্ছে অংশসম্পর্কে। ব্রতীন আজ একটি অসবর্ণ মেয়েকে বিয়ে তার ওপর রুষ্ট হন, এবং তার কোন সংশ্রব নেই। ভাইয়েদের সঙ্গে বিবাদ অতঃপর পূর্ব ব্যবস্থা মত গেল।

তার খাওয়ার ব্যাপারটা তুলে নিলেন।

তাদের সেজভাই ব্রতীনের আঠারো বছর ঘরছাড়া। করার জন্যে ব্রতীনের পিতা সেই থেকে এ বাড়ীর সঙ্গে সামান্য ইঁটকাটের মোহে করতে রাজী হল না ব্রতীন। বাড়ীর ভাগবাটোয়ারা হয়ে যতীন একলা মানুষ। বড়-বৌ ইচ্ছে করেই নিজে এই ভাগ-বাটোয়ারা,

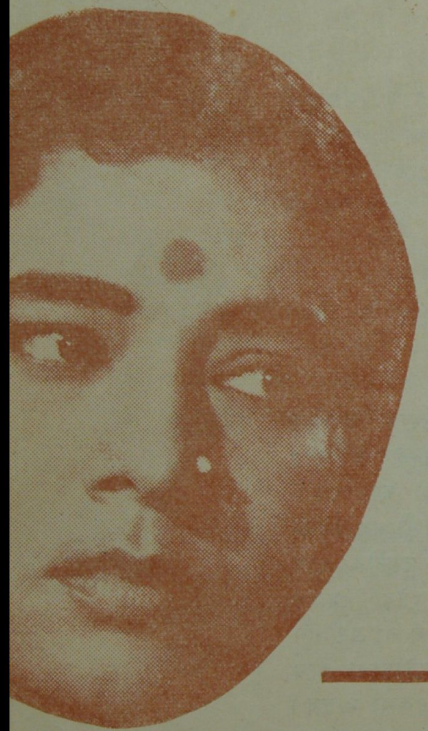

বিবাদ-বিরোধ শুধু দুজনের অন্তরঙ্গতায় কোন তারতম্য ঘটাল না। রীণা আর রীতা দুজনে সমবয়সী। রীণা অতীনের তিনটি হারিয়ে একমাত্র সন্তান। একটু বেশী আদর পেয়েই সে মানুষ হয়েছে। রীতা সেজভাই সতীনের মেয়ে। শান্ত, ধীর আর মিষ্টি।

অতীন পেস্কারীর রোজগারে সুখেই দিন কাটান। কিন্তু বেচারী সতীনের অবস্থা ক্রমশঃই সঙ্গীন হয়ে উঠছিল। বড়বৌদির স্নেহে খাওয়া দাওয়ার অসুবিধা না থাকলেও বেকার বসে খাওয়ার প্রবৃত্তি হয়নি যতীনের। তাই সে বাড়ী বাড়ী চা বিক্রী করবার ছোট-খাটো ব্যবসা সুরু করেছিল। মেজদার এই দুরবস্থার আভাষ পেয়ে যতীন নিজের অংশের নীচের তলাটি ভাড়া দিয়ে বসল।

যতীনের এই কাজটি মোটেই ভাল মনে গ্রহণ করতে পারলেন না অতীন। ভাড়াটে হয়ে এসেছিলেন স্থানীয় পোস্টমাষ্টার। স্বামী-স্ত্রীর নিঝঞ্ঝাট ছোট্ট সংসার।

যতীনের ভাড়াটের বিরুদ্ধে অতীনের বিরূপ মনোভাব কিন্তু একটি খবর শোনার পর নিমেষে অন্তর্হিত হ'ল। যতীনের কাছ থেকে যে মুহূর্তে তিনি জানতে পেরেছেন পোস্টমাষ্টারের একমাত্র পুত্র আই-এ-এস পাশ করা হাকিম এবং এখনও অবিবাহিত, সেই থেকেই তাঁর মনে দুর্দমনীয় লোভ জেগে উঠল তাকে জামাই করবার। সারা জীবন তিনি হাকিমের মুখনাড়া সহ্য করে

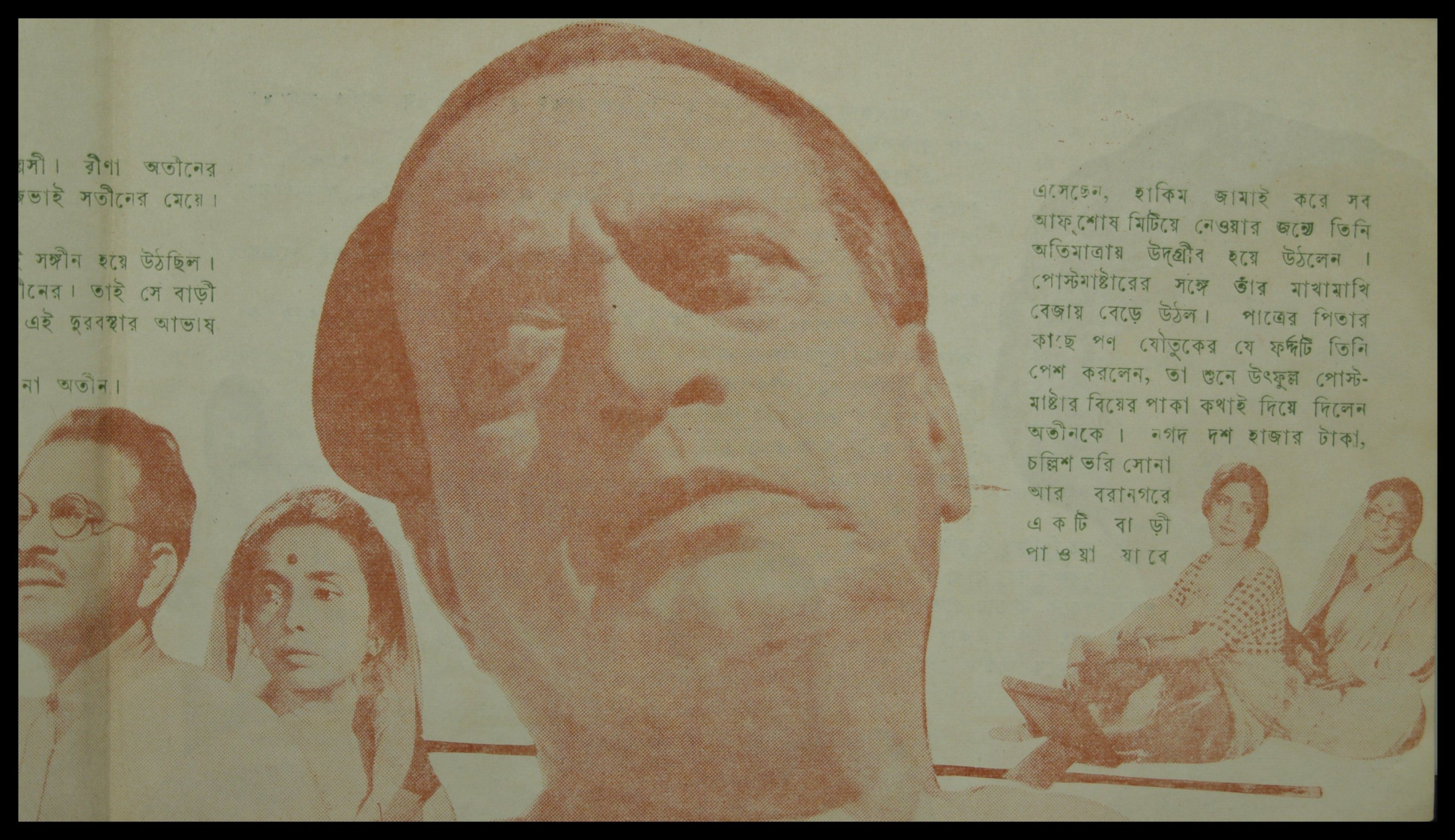

য়সী। রীণা অতীনের
জভাই সতীনের মেয়ে।

ই সঙ্গীন হয়ে উঠছিল।
তীনের। তাই সে বাড়ী
এই দুরবস্থার আভাষ

না অতীন।

এসেছেন, হাকিম জামাই করে সব আফশোষ মিটিয়ে নেওয়ার জন্যে তিনি অতিমাত্রায় উদগ্রীব হয়ে উঠলেন। পোস্টমাষ্টারের সঙ্গে তাঁর মাখামাখি বেজায় বেড়ে উঠল। পাত্রের পিতার কাছে পণ যৌতুকের যে ফর্দ্দটি তিনি পেশ করলেন, তা শুনে উৎফুল্ল পোস্ট-মাষ্টার বিয়ের পাকা কথাই দিয়ে দিলেন অতীনকে। নগদ দশ হাজার টাকা, চল্লিশ ভরি সোনা আর বরানগরে একটি বাড়ী পাওয়া যাবে

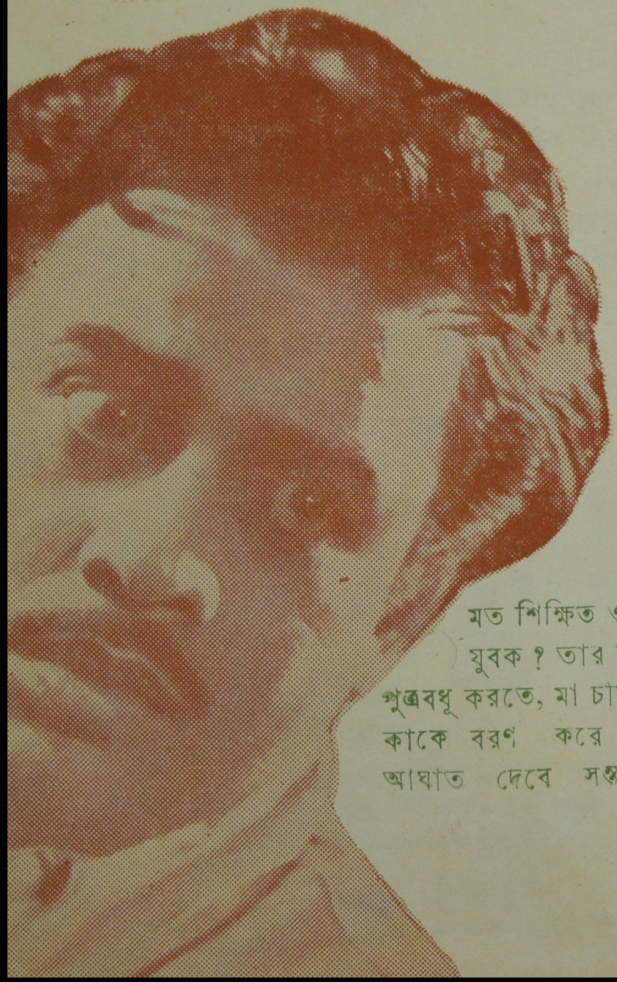

শুনলে যে কোন পাত্রের পিতাকে বিগলিত হতেই হয়। এ যে অর্ধেক রাজত্বের সঙ্গে রাজকন্যা।

এদিকে মেজভাইয়ের মেয়ে রীতাকে পোস্টমাষ্টার গৃহিণীর ভারী পছন্দ। তা বুঝতে পেরে মেজবৌয়ের মনেও আশার আলো জ্বলে ওঠে। হাকিম জামাইয়ের লোভে তার মনেও অবুঝ জিদ্ চেপে যায়।

এরই মধ্যে আকাঙ্খিত পাত্রটির আবির্ভাব ঘটল 'শান্তি-নিবাসে'। দুই পক্ষের মধ্যে রেষারেষি চরমে গিয়ে উঠল।

এই রেষারেষির মীমাংসা কি হবে না কোনদিন? 'শান্তি নিবাসে' আর কি কোনদিন শান্তি ফিরে আসবে না? টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়বে কি এতদিনের একান্নবর্তী একটি সংসার? যতীন আর বড়বৌয়ের শুভবুদ্ধির সব প্রচেষ্টা কি ব্যর্থ হয়ে যাবে? কি স্থির করবে অজয়ের মত শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান একটি যুবক? তার বাবা চায় রীণাকে পুত্রবধূ করতে, মা চায় রীতাকে। কাকে বরণ করে কার মনে আঘাত দেবে সন্তান হয়ে?

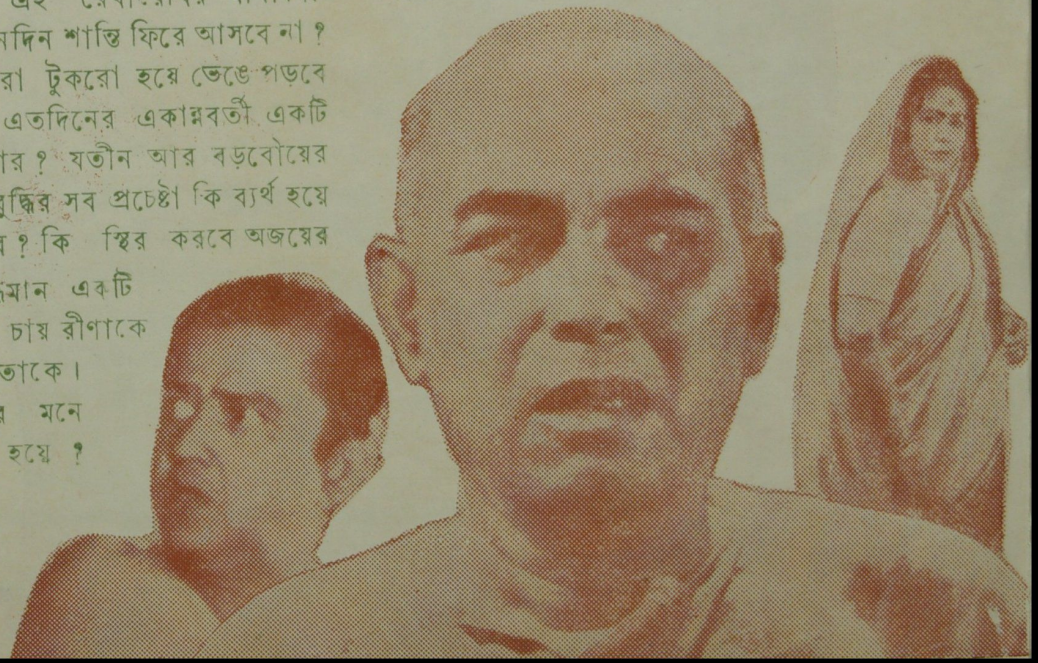

সঙ্গীত

(১)

ললিতা গো, আবীরে রাঙ্গালো কে আমায়
শরমের ফাগে
যেন অনুরাগে
ফুলদোল জাগালো কে এ হিয়ায়

তনুমন আবেশে জড়ায়।
রঙীন বসন নিয়ে আমি কি করি
দেখে যে সকলে হাসে লাজে গো মরি
শ্যাম—লাজে গো মরি—
বারণ শোনে না কেন অকরুণ শ্যামরায়
চঞ্চল অঞ্চল ধরিতে সে চায়।

গাগরী ভরণে মিছে তারে না চিনে
না এলে ছিল যে ভালো হোলির দিনে
ললিতা—হোলির দিনে,
সখি গো বল না তারে পথ ছাড়ো শ্যামরায়
না হলে যে শ্রীরাধার
ঘরে ফেরা দায়।

(২)

দাদরা কাহারবায় চেতালে ঝম্পকে
পাতায় পাতায় ডালে ডালে,
দুনিয়ায় সবাই ঘুরছে ভাই তালে।
বুদ্ধির তবলায় বাজে ধিন্‌ধিনতা
ফাঁকে ফাঁকে চলছে উপরির চিন্তা,
শুধু আঁটে ফন্দী, কিসে হবে বন্দী
সোনার হরিণ মায়াজালে।
ভাগ্যের বলটা সকলেই পেতে চায়
এমনি পেছল সেটা খালি হাত ফস্‌কায়,
এখন থেকেই মিস্ না করলে প্রাকটিস্
পস্তাবে পরে গোলমালে।
তার মাঝে ফাঁক তালে যারা খাঁটি থাকছে
হাসি মুখে সকলের মনটাকে রাখছে
সংসারে তারা চায় সুনামের মহিমায়
বাজীমাৎ হবে এক চালে।

(৩)

না না না, আমি এমনি দিনে রইব না আর ঘরে
ওই ঝিকিমিকি রোদের সোনা যেখানে ঝরে
সেখানে ঢেউ হয়ে আজ ভেসে যাব অথৈ সাগরে
আমার আকাশ,
আমার আকাশ হবে সাথী
আর ঝোড়ো হাওয়া আমায় নিয়ে
করবে মাতামাতি
ওই চেনা পায়ের চিহ্নগুলি যেখানে পড়ে
সেখানে ঢেউ হয়ে আজ ভেসে যাব অথৈ সাগরে।
এই হারিয়ে যাওয়া খেলা
আপন মনে সঙ্গোপনে খেলব সারাবেলা
আমার হৃদয়খানি জুড়ে
ওগো মধুর তোমার মিলন বাঁশী
বাজবে সুরের সুরে
ওই স্বপ্ন আমার মায়া বাসর যেখানে গড়ে
সেখানে ঢেউ হয়ে আজ ভেসে যাব অথৈ সাগরে।

চণ্ডীমাতা ফিল্মসের আগামী উপহার

সৌমিত্র • মাধবী • বসন্ত • অভিনীত

একই অঙ্গে এত রূপ

পরিচালনা • হরিসাধন দাশগুপ্ত • সঙ্গীত • আলি আকবর খাঁ

শ্রীঅরুপ প্রোডাকসন্সের

মণিহার

পরিচালনা • সলিল সেন • সঙ্গীত • হেমন্ত মুখার্জি

সলিলদত্ত প্রযোজিত ও পরিচালিত • উত্তম • সুপ্রিয়া অভিনীত

শুধু একটি বছর

কাহিনী • গৌরীপ্রসন্ন • সঙ্গীত • রবীন চ্যাটার্জী

দিলীপকুমার • ধর্ম্মেন্দর • প্রণতি • বিকাশ • অভিনীত

জরাসন্ধের

পাড়ি

পরিচালনা • জগন্নাথ চ্যাটার্জী • সঙ্গীত • সলিল চৌধুরী